সফটওয়্যার রফতানির পরিসংখ্যান হওয়া উচিত সবার সমন্বয়ভিত্তিতে

আমরা যারা দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন, তারা কমবেশি সবাই জানি– এক সময় দেশের সবচেয়ে অবহেলিত খাত ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত। অবশ্য বর্তমানে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতটি বিশেষ করে সফটওয়্যার খাতটি ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে বেশ পরিপক্ব হয়েছে বলা যায়।

দেশের সফটওয়্যার খাতটি এখন দেশের বাজারের সফটওয়্যারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও রফতানি হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, দেশের সফটওয়্যার শিল্প খাতের আগের সেই করুণ চিত্র এখন আর নেই। এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েক দিন আগে দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত সফটওয়্যার খাতের একটি খবর সূত্রে। তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ এবার সফটওয়্যার রফতানিতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এবার বাংলাদেশ ৭০০ মিলিয়ন (৭০ কোটি) ডলারের সফটওয়্যার রফতানি করেছে। সরকারের আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) তথ্য-উপাত্ত সূত্রে দাবি করেছে, এবার এই রেকর্ড পরিমাণ সফটওয়্যার বাংলাদেশ থেকে রফতানি হয়েছে। ইপিবির তথ্যানুযায়ী জানা যায়, বাংলাদেশের সফটওয়্যার রফতানির পরিমাণটা আসলে ৭০০ মিলিয়ন (৭০ কোটি) ডলার নয়। ইপিবির দেয়া তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ সফটওয়্যার রফতানি করেছে ১৫১ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন ডলারের (১৫ কোটি ১৮ লাখ ৩০ হাজার ডলার)। ফলে সফটওয়্যার রফতানিতে বাংলাদেশের এই রেকর্ড পরিমাণ রফতানির সুখবরটি কিছুটা হলেও হোঁচট খায়।

বেসিসের দাবি, সফটওয়্যার রফতানি সম্পর্কে সঠিক তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নেই বলেই ইপিবি ভুল পরিসংখ্যান দিয়েছে। সে যাই হোক, আমরা মনে করি– বাংলাদেশ সফটওয়্যার রফতানি খাতে আশা জাগানিয়া অগ্রগতি অর্জন করছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে শিগগিরই আরও বড় মাপের অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি ডলারের সফটওয়্যার রফতানির স্বপ্ন দেখছে। এ ছাড়া ২০১৮ সালে এই রফতানি লক্ষ্যমাত্রা ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনাও সরকারের আছে।

আইসিটি বিভাগ ও ইপিবি দুটিই সরকারি কর্তৃপক্ষ। সুতরাং সফটওয়্যার রফতানি সম্পর্কিত এদের পরিসংখ্যানে এই বিস্তর পার্থক্য থাকাটা কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। সরকারি এ দুটি প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানে এই বিস্তর পার্থক্য থেকেই মূলত দেশের সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার করুণ চিত্রটাই ফুটে ওঠে।

এ কথা স্বীকার্য, একটি দেশের পরিসংখ্যান যত বেশি যথার্থ, সেই পরিসংখ্যান বা তথ্য-উপাত্তনির্ভর পরিকল্পনা বা কর্মসূচির সাফল্যের মাত্রাও তত বেশি। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই হয় কোনো তথ্য-পরিসংখ্যান নেই, নয়তো থাকলেও তার ওপর নির্ভর করা কঠিন। এই দুর্বলতা আমাদের বরাবরের। আর এই দুর্বলতার কারণেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারি না। এ জন্য আমাদের দেশে পরিকল্পনা বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাফল্যের হার খুবই কম। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের যথাসচেতনতা প্রদর্শনের এখন চূড়ান্ত সময়। আশা করি, শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাতে সঠিক পরিসংখ্যান বের করে আনা যায়, দায়িত্বশীলেরা সে দায়িত্ব পালনে আরও সচেতন হবেন। নয়তো এ ধরনের সামঞ্জস্যহীন পরিসংখ্যান নিয়ে বিভিন্ন মহলের মধ্যে যেমন মতবিরোধ আরও বাড়বে, তেমনি সঠিক পরিকল্পনা নেয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। এ ধরনের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে সবাই নিজের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্যই শুধু বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলবে। সফটওয়্যার রফতানির পরিসংখ্যান নিয়ে এখন কার্যত তাই চলছে।

আবদুল আউয়াল
মিরপুর, ঢাকা

অবিলম্বে কার্যকর করা হোক ড্রোন আমদানি নীতিমালা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভূমি জরিপ, ওপর থেকে নিচের ছবি তোলা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজে ড্রোনের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এতদিন খেলনা হিসেবে বাংলাদেশে ড্রোন আমদানি হতে দেখা গেছে কোনো বৈধ উপায় ছাড়াই। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ড্রোন আমদানি নিষিদ্ধ থাকলেও অবৈধ পথে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোট ছোট চালকবিহীন উড়ন্ত যান (আনম্যানড অ্যায়ারিয়েল ভেহিকল– ইউএভি) বা ড্রোন আমদানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে সরকার এ ব্যাপারে একটি আমদানি নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যেই ড্রোন আমদানির অনুমতি চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নীতিমালা না থাকায় মন্ত্রণালয় থেকেও আমদানির কোনো অনুমতি এ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। এ ছাড়া আমদানি নীতিমালায় ড্রোন আমদানির কোনো সুযোগই রাখা হয়নি।

বিদ্যমান এ প্রেক্ষাপটে সরকার ড্রোন আমদানিকে বৈধতা দিয়ে এ সম্পর্কিত একটি আমদানি নীতিমালা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রণীতব্য এই নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে বৈধপথে ড্রোন আমদানি করা যাবে। খবরে প্রকাশ, এই আমদানি নীতিমালা ২০১৫-১৮ মেয়াদের আমদানি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা মেনে বাংলাদেশে বৈধপথে ড্রোন আমদানির সুযোগ পাবে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ড্রোন আমদানির কোনো অনুমোদন না থাকলেও ড্রোন ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। তবে বাংলাদেশের আকাশে ড্রোন চালাতে হলে মেনে চলতে হবে বিদ্যমান ড্রোন আইনকানুন। যেমন– বাংলাদেশের আকাশে ড্রোন ওড়াতে চাইলে এ জন্য আগে থেকেই এ ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে। বাংলাদেশে জনবসতি বা জনসমাগম স্থলের ওপর দিয়ে ড্রোন চালানো যাবে না। ড্রোন চালানোর সময় অন্যদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সামরিক কোনো স্থাপনা, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর দিয়ে কিংবা এমন স্থান দিয়ে ড্রোন চালানো যাবে না, যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ হতে পারে। দিনের আলো থাকা অবস্থায় ও ভালো আবহাওয়ার পরিবেশে ড্রোন চালাতে হবে। বিমানবন্দরের ওপর দিয়ে কিংবা কাছাকাছি যে এলাকা দিয়ে সাধারণত বিমান চলাচল করে, সেসব এলাকার ওপর দিয়ে ড্রোন চালানো যাবে না। আর এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে 'সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশ' তথা 'সিএএবি'র কাছ থেকে।

ড্রোন আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার একটি ড্রোন আমদানি নীতিমালা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নীতিমালা না থাকায় প্রয়োজন হলেও ড্রোন আমদানি করা যাচ্ছে না। এটি শুধু খেলনা হিসেবে নয়, এর বাইরেও বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগছে।

ড্রোনবিষয়ক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং বহুমুখী কাজে ব্যবহারের জন্য ড্রোন আমদানির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই ড্রোন আমদানির ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এই আমদানি নীতি প্রণয়নের সরকারি সিদ্ধান্তকে ইতিবাচকই বিবেচনা করতে হবে। তবে কাজটি অতি দ্রুত সম্পন্ন হওয়া দরকার।

এম জামান
বাঁশেরপুল, ডেমরা

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী

বাংলাদেশ হবে 'ডিজিটাল'
জেনেছি সুনিশ্চয়
নব প্রজন্মের নেতৃত্বে যখন
সজীব ওয়াজেদ জয়।

বাঙালির ছেলে ডিজিটাল যুগে
পাড়ি দেবে নির্ভয়
নব প্রজন্মের নেতৃত্বে যখন
সজীব ওয়াজেদ জয় ॥